দৈনিক ইত্তেফাক

২৪

তারিখ 07 FEB 1993
পৃষ্ঠা 2 কলাম ৮

চিকিৎসকদের ডিগ্রী ডিপ্লোমা প্রসঙ্গে

দেশে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডিগ্রী-ডিপ্লোমা দিয়া থাকে দুইটি প্রতিষ্ঠান-একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অপরটি বিসিপিএস। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ৭০ ধরনের কোর্স পরিচালনা করিয়া থাকে। কোন কোন বিষয়ে এই দুইটি প্রতিষ্ঠান একই সাথে ৪/৫ ধরনের ডিগ্রী-ডিপ্লোমা প্রদান করিতেছে। ইহাদের মধ্যে কোনটি ছোট কোনটি বড় তাহা নির্দিষ্ট করা নাই। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় অধ্যাপকের নিজেরই অতবড় ডিগ্রী নাই যাহা তিনি পরিচালনা করিতেছেন। এতো ডিগ্রীর ছড়াছড়িতে শুধু যে রোগীরা বিশেষজ্ঞ খুঁজিতে হিমশিম খাইতেছেন তাহাই নহে, ডাক্তাররাও নামের শেষে দুর্বোধ্য এবিসিডি জুড়িয়া দিয়া সর্বসাধারণকে প্রতারিত করিতেছেন। যেমন অনেকেই লিখিয়া থাকেন পিজিটি (পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং), বিএইচএস-আপার (বাংলাদেশ হেলথ সার্ভিস আপার), এফ আর এস এইচ ও এফএসিপি (মোটা অংকের চাঁদা দিয়া এসকল বিদেশী সমিতির সদস্য যে কেউ হইতে পারেন)—ইত্যাকার অক্ষর সম্বলিত ডিগ্রীসমূহের আদৌ কোন অস্তিত্ব নাই। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ জানাইতেছি প্রথমতঃ এতসব ছড়ানো-ছিটানো ডিগ্রী-ডিপ্লোমা সংখ্যা সংকুচিত করিয়া একটিমাত্র কর্তৃপক্ষের অধীনে আনুন। দ্বিতীয়তঃ বিশেষজ্ঞ হিসাবে বিবেচিত হইবার কিছু পূর্বযোগ্যতা আরোপ করুন এবং যাহারা ভুয়া ডিগ্রী নামের পাশে লিখিবেন তাহাদের শাস্তি বিধান করুন। একই সাথে গ্রাম্য ডাক্তার ও ঘরে বসিয়া দুই পাতা ডাক্তারী পড়িয়া ডাক্তারদেরও ডিগ্রীপ্রীতি রোধকরতঃ তাহাদের ব্যাপক অজ্ঞতাপ্রসূত তৎপরতা বন্ধ করিতে হইবে। অন্যথায় আগামীতে সবার জন্য স্বাস্থ্যের বদলে আমরা জাতিকে রোগই উপহার দিব।

—ডাঃ জাহিদ হোসেন, বি-৩/৩, জুট রিসার্চ কলোনী, মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা-১২০৭।